গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
www.modmr.gov.bd

দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো
স্মার্ট সোনার বাংলা গড়বো

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৪

বিশেষ ক্রোড়পত্র   প্রকাশনা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়   ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০, ১০ মার্চ ২০২৪

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

দুর্যোগ মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য "দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো, স্মার্ট সোনার বাংলা গড়বো" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের মানুষ প্রতিবছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে প্রাণহানিসহ সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরে বন্যা, নদীভাঙ্গন কবলিত ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষ ও তাদের সহায়-সম্পদ রক্ষার্থে মাটির কিল্লা নির্মাণের নির্দেশনা দেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ১৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপি'র যাত্রা শুরু করেছিলেন, যাঁরা আগাম সতর্কসংকেত প্রচার, সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা বর্তমানে ৭৭,২৬০ জনে উন্নীত হয়েছে। যাদের ৫০ ভাগ নারী সদস্য, যা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, কার্যকর নীতি ও সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ মানবসম্পদে সমৃদ্ধ সতর্কীকরণ কেন্দ্র, মানবতার সেবায় বলীয়ান প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত ও অনুসরণীয়।

সরকার দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির মাধ্যমে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে সকলের দায়িত্ব সম্বলিত স্বয়ংক্রিয় নির্দেশনা প্রদান করেছে যা জরুরি সাড়াদানসহ পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায় থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ভূমিকা রাখছে।

গৌরবময় মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত অপার সম্ভাবনাময় এই দেশ অচিরেই বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি, একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবেন।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৪

মোঃ মিজানুর রহমান

ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জনসংখ্যার আধিক্য ও ঘনবসতির কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এদেশকে ও দেশের মানুষকে আরো বেশি বিপদাপন্ন করেছে। বিশ্ব ঝুঁকি প্রতিবেদন (World Risk Report) ২০১৬ অনুযায়ী বিশ্বের ১৭১ টি দেশের মধ্যে সামগ্রিক ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, পাহাড়ধস, টর্নেডো, কালবৈশাখি, বজ্রপাত, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকা প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নির্মাণ, ঘনবসতি ইত্যাদি কারণে অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস ও ভূমিকম্পের বিপদাপন্নতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে দুর্যোগের সংখ্যা এবং ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন।

দুর্যোগকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তবে সাম্প্রতিককালে দুর্যোগ মোকাবিলায় কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে তথা দুর্যোগ সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা প্রচার, দক্ষ ও কার্যকর সাড়াদান ব্যবস্থা গড়ে তুলে তথ্যপ্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহার করে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে এনে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বা প্রশমন সম্ভব হয়েছে। দুর্যোগ সহনীয় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ও কার্যকর সাড়াদানের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন জরুরি।

দুর্যোগ সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর ১০ই মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন হয়ে আসছে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। দিবসের তাৎপর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে- "দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো, স্মার্ট সোনার বাংলা গড়বো"।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় বর্তমানে ০৫ দিন পূর্বেই বন্যা ও ১০ দিন পূর্বে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রদান সম্ভব।

খ) টোল-ফ্রি নম্বর ১০৯০-এ ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR) এবং কমিউনিটি রেডিও, বেতার, টেলিভিশন এবং এলাকায় মাইকিং ও মোবাইল এলার্টের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) এর আলোকে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NDMRTI) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক, এনজিও কর্মী ও স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ঙ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে ১,৬৭,৭২১ টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ, ৩২৭ টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ৪৭০ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৩৩ টি নির্মাণ কাজ চলমান; ১৬৯ টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৮১ টি মুজিব কিল্লার নির্মাণ কাজ চলমান; ৩২০১৩ টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭৯৪১ টি সেতু/কালভার্ট চলমান রয়েছে, ৬১ টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৪ টির কাজ চলমান রয়েছে, গ্রামীণ রাস্তায় ৮২৭৮.৭৩ কি. মি. এইচবিবিকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০৮৭.২৯ কি.মি এইচবিবি রাস্তার কাজ চলমান রয়েছে।

চ) দুর্যোগকালীন প্রতিবন্ধী/বয়স্ক/মহিলা/শিশুদেরকে নিরাপদ অশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেয়ার জন্য ২৪ টি বন্যা/প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ জেলায় ৬০ টি রেসকিউ বোট সরবরাহ করা হয়েছে। বজ্রপাতে প্রাণহানী কমানোর জন্য ১৫ টি জেলার ১৩৫ টি উপজেলায় ৩০৯ টি বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হয়েছে।

ছ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে সরবরাহের জন্য ৬৪ মিটারের ২ টি ও ৫৪ মিটারের ৪ টি মোট ৬ (ছয়) টি এরিয়েল প্লাটফরম ল্যাডার এবং ৩৮ মিটারের ৫ টি মোট ১১ (এগার) টি এরিয়েল প্লাটফরম ল্যাডার; সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ভেস্ট, রেইন কোট, হার্ড হ্যাট, গাম বুট ও লাইফ জ্যাকেট ক্রয়পূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ধার কার্য পরিচালনা ও অনুসন্ধান কাজে সরাসরি যুক্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। এছাড়াও ভূমিকম্পসহ বড়ো ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বিতভাবে মোকাবিলার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সেন্টার হিসেবে 'National Emergency Operation Center (NEOC)' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ☐

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

লেখক : মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের মতো দেশব্যাপী ১০ মার্চ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো, স্মার্ট সোনার বাংলা গড়বো" সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টেকসই ও সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে আগাম সতর্ক বার্তা উপকূলীয় এলাকার জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি দুর্যোগ মোকাবিলার উন্নত টেলিযোগাযোগ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জাতির পিতা ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় সেই সময় উপকূলীয় অঞ্চলে ১৭২টি উঁচু মাটির কিল্লা তৈরি করেন, যা 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সরকারের দুর্যোগ নিয়ে পূর্বপ্রস্তুতি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে দুর্যোগে প্রাণহানি এক ডিজিটে নামিয়ে আনা সক্ষম হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় চিরাচরিত 'দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা' থেকে 'আগাম ব্যবস্থাপনা' কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমেছে। আমরা 'মুজিব কিল্লা'কে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করে মানব ও প্রাণিসম্পদের জন্য নিরাপদ ও টেকসই আশ্রয়স্থল করেছি। একইভাবে, পুরুষের সাথে নারী স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্ত করে আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। আমরা ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-তে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছি। ফলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। একারণে জেন্ডার রেসপনসিভ ক্যাটাগরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্মানসূচক জাতিসংঘ জনসেবা পদক-২০২১ অর্জন করেছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিনিয়োগ, দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন, নতুন বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং দুর্যোগের প্রস্তুতি ও উদ্ধার কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবীদের নিবেদিত প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যেকোনা দুর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে, যা পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায়। ১৯৭০ সালের ভোলা সাইক্লোনে প্রাণহানির সংখ্যা ১০ লক্ষ জন, ১৯৯১ সালের সাইক্লোনে প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার জন, ২০০৭ সালের সাইক্লোন সিডরে ৩৬৬৩ জন, ২০০৮ সালের সাইক্লোন আইলায় ১৯০ জন, ২০১৬ সালের সাইক্লোন রুয়ানুতে ২৭ জন, ২০১৯ সালের সাইক্লোন বুলবুলে ২৪ জন, ২০১৯ সালের সাইক্লোন ফণিতে ৮ জন, ২০২০ সালের সাইক্লোন আম্ফানে ৮ জন, ২০২১ সালের সাইক্লোন ইয়াস-এ ৭ জন, ২০২২ সালের সাইক্লোন সিত্রাং-এ ১ জন এবং ২০২৩ সালের সাইক্লোন মোখায় মৃতের সংখ্যা শূন্য। বাংলাদেশের এই ক্রমোন্নয়ন 'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন' এর শর্ত শতভাগ অর্জন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী বিপুলভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।

ভৌগোলিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একটি শক্তিশালী ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সময়োপযোগী আইন, বিধি পরিকল্পনা, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুযোর্গজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের উপর গুরুত্বারোপ করে 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমি আশা করি, সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ২০৪১ সালের মধ্যে দুর্যোগ সহনশীল, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সমর্থ হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

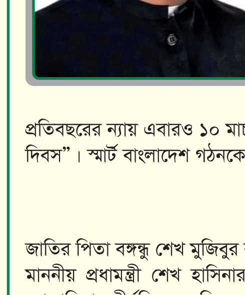

প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস"। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনকে সামনে রেখে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

"দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো
স্মার্ট সোনার বাংলা গড়বো"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির মূল ভিত্তি গড়ে গেছেন, তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও সুশাসনে আজ তা এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম, দূরদর্শী পরিকল্পনা ও নতুন নতুন কর্ম-কৌশলকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান সরকার আজ দেশকে সারা বিশ্বের কাছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অনুকরণীয় রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালীকরণ এবং প্রথাগত দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়া প্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম থেকে সরে এসে সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় উত্তরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সংস্কার করে আসছে। এ সময়ে আইনি ও নীতিকাঠামো আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৫, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫, ২০১৬-২০ ও ২০২১-২৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল বিধিমালা ২০২১ সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। হালনাগাদ দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ হয়েছে সময়োপযোগী ও আরো কার্যকর। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে প্রতিবন্ধিতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, নিশ্চিত করা হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন।

এই ১৫ বছরে ৪৭৫ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৪২৭ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৬৫টি জেলা ত্রাণ গুদাম ও তথ্যকেন্দ্র, ৮২৭৪ কিমি হেরিং বোন সড়ক ও ৩৮৯৭৩টি ছোট-বড়ো ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মীয়মান ৪৫০টি মুজিব কিল্লার মধ্যে ৮০টি সম্পন্ন হয়েছে। দূর্গত মানুষদের উদ্ধারের জন্য ৬০টি মাল্টিপারপাস এক্সিসিবল রেসকিউ বোট তৈরি করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সশস্ত্র বাহিনী ও সিপিপির জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ আধুনিক সরঞ্জাম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। তিনি ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজ বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সর্বজন গৃহীত একটি কার্যকর মডেল হিসেবে সমাদৃত। বর্তমানে সিপিপিতে ১৩টি জেলার ৪২টি উপজেলায় ৭৮ হাজার প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে, যার অর্ধেক নারী। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ফলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ কারণে জেন্ডার রেসপনসিভ ক্যাটাগরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্মানসূচক "জাতিসংঘ জনসেবা পদক-২০২১" অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ অগ্রগামী রয়েছে পূর্বাভাসভিত্তিক আগাম কার্যাবলি ও সকলের জন্য আগাম সতর্কতা নিশ্চিত করায়। অগ্রাধিকারে রয়েছে ভূমিকম্প ও নগর দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা সৃষ্টি। ১৯৭০ সালের সাত অংকের মৃত্যু সংখ্যাকে আমরা শূন্যে নামিয়ে আনতে পেরেছি, যা জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনেও প্রশংসিত হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সকল ইতিবাচক প্রচেষ্টা ও সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশ ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর বাংলাদেশ থেকে দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশে রূপান্তরের পথে ক্রমশ: অগ্রসরমান। সর্বোপরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ও বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সকলের অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা পালনের আহ্বান পুনব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মহিববুর রহমান, এমপি

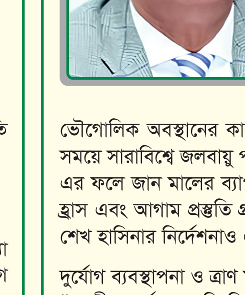

সভাপতি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাণী

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বিশ্বে অধিক পরিচিত। সাম্প্রতিক সময়ে সারাবিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগও যেমন বেড়েছে, এর তীব্রতাও তেমন বেড়েছে। এর ফলে জান মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। দুর্যোগকে একবারে নির্মূল করা সম্ভব না হলেও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব, এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনাও এরূপ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে সারাদেশে "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস" পালন করা হবে। এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

"দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো
স্মার্ট সোনার বাংলা গড়বো।"

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ত্রাণ ও পুর্নবাসন মন্ত্রণালয় ও "ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)" প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সতর্কীকরণ বার্তা পৌঁছে দেয়ার লক্ষে ভিএইচএফ ও ইউএইচএফ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করেন। এছাড়া দুর্যোগের ক্ষতি থেকে জানমাল রক্ষায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে মুজিব কিল্লা, বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও বনায়নসহ বিভিন্ন জনবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে রোপিত হয়েছিল দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রথম বীজ।

স্বপ্নদ্রষ্টা পিতার সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বহির্বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। দুর্যোগের ক্ষতি সহনীয় মাত্রায় রাখতে অবকাঠামোগত ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষভাবে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণ, মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ, দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ, জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয়, উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ধার নৌযান ক্রয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মোবাইলে আইভিআর (ইন্টার‍্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স) পদ্ধতিতে বোধগম্য ভাষায় টোল ফ্রি নম্বর ১০৯০ ডায়াল করে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার আগাম বার্তা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যুগোপযোগী আইনি কাঠামো তৈরি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন ও কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের রয়েছে সুদীর্ঘ অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের নতুন ঝুঁকি মোকাবিলা ও বিদ্যমান ঝুঁকিহ্রাস করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যমসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৪" উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

"জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।"

আ. স. ম ফিরোজ, এমপি

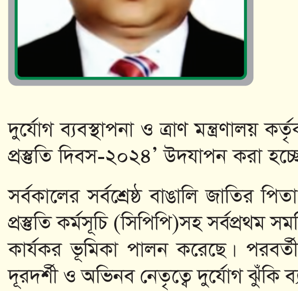

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১০ মার্চ যথাযথ মর্যাদায় 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৪' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)সহ সর্বপ্রথম সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করেন, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও অভিনব নেতৃত্বে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বাংলাদেশ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ধারণা এবং এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে মিল রেখে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৪'-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো, স্মার্ট সোনার বাংলা গড়বো'। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, দুর্যোগের ইতিহাস, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি এবং বিগত দশকের সাফল্য, গতিশীলতা এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

কোভিড-১৯ এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির নেতিবাচক ধারার প্রভাব কাটিয়ে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উত্তরণের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সঠিক পথেই রয়েছে বাংলাদেশ। দুর্যোগের ফলে টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়নকে টেকসই করা এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রয়োজন দুর্যোগ সহনশীল উন্নয়ন। উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি, তথ্য ও জ্ঞান সমৃদ্ধ বিভিন্ন কর্মসূচি। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক ডাটাবেইজ এবং সর্বোপরি স্মার্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্লাটফর্ম তৈরি। দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ও জোরদারকরণের অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত ও চলমান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে মুজিব কিল্লা, ব্রিজ-কালভার্ট, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, মাটির রাস্তা হেরিংবোন বন্ডকরণ (এইচবিবি) এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

স্মার্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসূচির পাশাপাশি প্রয়োজন লোকজ জ্ঞানের সমন্বয়। যা জাতীয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে উত্তম চর্চাকে আরো সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে থাকে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), ব্লকচেইন এবং রোবটিকস প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অপার সম্ভাবনা ও সুযোগ তৈরি করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি যেমন-ইমপ্যাক্ট বেইজড আগাম সতর্কবার্তা, মোবাইল অ্যাপভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবাগুলোর তথ্যসমূহ প্রবেশাধিকার ও ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি অবহিতমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

দুর্যোগ সহনশীল, স্মার্ট সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জয় বাংলা।

মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি

যে কোনো মোবাইল থেকে ১০৯০-তে ফোন দিন, বিনামূল্যে দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্যসেবা নিন